76

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

## লালমনিরহাট ঃ ভিন্ন স্টাইলের গণশিক্ষা

# প্রথম পর্যায়ের ৯৪ ভাগ লোক লিখতে-পড়তে পারে

## চূড়ান্ত মূল্যায়নে এই সংখ্যা আরও বাড়বে

।। আমিনুল হক ও গোকুল রায় ।।

লালমনিরহাট, ২০শে সেপ্টেম্বর।– দেশের একটি ছোট জেলা লালমনিরহাট। এখানকার নিজস্ব স্টাইলে চলা গণশিক্ষা কার্যক্রম এখন শেষ পর্যায়ে। এই কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে চলতি মাসেই (সেপ্টেম্বর), দেখা হবে কাঙ্ক্ষিত আশা পূরণ হয়েছে কিনা। এর আগে প্রথম পর্যায়ে একবার মূল্যায়ন করা হয়, তাতে সুফল আসে ৯৪ ভাগেরও বেশি।

উত্তর সীমান্তের একটি নদীভাঙা জেলা এই লালমনিরহাট। ৫টি থানা ও ৪২টি ইউনিয়নের অভাবী এই জেলার মানুষ লিখতে, পড়তে কিংবা হিসাব-নিকাশ করতে পারবে, তা ভাবেনি কোন দিন। এ যেন তাদের কাছে ছিল একটা কল্পনা। কল্পনা যে বাস্তব রূপ নিতে পারে তা সহজে লক্ষ্য করা গেছে লালমনিরহাট গিয়ে। জেলা প্রশাসনের সূত্রমতে, জেলায় শিক্ষিতের হার ১৮ ভাগ। আসলে এই সংখ্যা আরও কম। তবে বর্তমানে শিক্ষার হার দাঁড়িয়েছে ৯০ ভাগে। অবশ্য চূড়ান্ত মূল্যায়নে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জেলা প্রশাসন দাবি করেছে।

জেলাটিতে আগে থেকে ছিল কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাংগঠনিক লোক। তারাই প্রথম ভেবেছিল অভাবী এই জেলার মানুষকে সচেতন করতে না পারলে, শিক্ষা না হলে, দেশ ও দুনিয়ার সাথে পরিচিত করতে না পারলে দিন দিনই অভাব বাড়বে বৈ কমবে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ৪শ' ২১টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয় এবং এসব কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার। সেখানে লক্ষণীয় ছিল, মাতৃভাষা শেখার পাশাপাশি ইংরেজি শেখারও চেষ্টা। এমনি একটা অবস্থা লক্ষ্য করেন জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহমেদ। তিনি এটাকে কাজে লাগান। সরকারি কাজকর্মের পাশাপাশি তিনি গিয়ে দাঁড়ান এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশে। জেলা প্রশাসক এ অবস্থা বর্ণনা করেন তার ওপরওয়ালাদের কাছে, সেখান থেকেও পক্ষেই রায় পান। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এই গণশিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে। এই অবস্থা চলে '৯৩ সালের প্রথম দিকে।

পরিকল্পনা মোতাবেক শুরু হয় গোটা জেলায় জরিপের কাজ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি বয়স্ক নিরক্ষর নারী-পুরুষ জরিপও করা হয়। ১১ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৬৮ হাজার ১শ' ৩০। জরিপের এই কাজটি শেষ করা হয়, '৯৩-এর ডিসেম্বর মাসে। এরপর প্রণয়ন করা হয় পরিকল্পনা, গণশিক্ষাকে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের। পরিকল্পনাটি হচ্ছে, "দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক আন্দোলন ও সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।" এর আগের স্বেচ্ছাশ্রমে পরিচালিত কেন্দ্রগুলোর পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। নতুনভাবে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয় অর্থের। তবে এই সমস্যার সাময়িক সমাধান হয় পৌরসভা ও থানা পরিষদগুলোর উন্নয়ন বাজেট থেকে সিকি ভাগ বরাদ্দ দেয়ার মাধ্যমে।

গণশিক্ষার এই কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য পরবর্তীতে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকার বাজেট করা হয়; কিন্তু বরাদ্দ পাওয়া যায় মাত্র পৌনে ৪ কোটি টাকার মত। সে টাকাও পুরোটা পাওয়া যায়নি আজও।